বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ
বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১

রামগড় স্থলবন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অতিরিক্ত উন্নয়ন কাজ)

স্থানঃ মৌজা - রামগড়, জে এল নং - ২২৯, উপ-জেলা - রামগড়, জেলা - খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

আর্থিক সহযোগিতায়ঃ বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক

পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রতিবেদন (আরএপি)

জানুয়ারী, ২০২৪

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে একটি নতুন স্থলবন্দর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার, রামগড় উপজেলায় রামগড়ে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই স্থলবন্দর ত্রিপুরার সহিত চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সহজ সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করে প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারিত করবে এবং নতুন ব্যবসা ও পরিবহণ ব্যবস্থার সুয়োগ সৃষ্টি করবে। এই উপলক্ষে পূর্বেই ১০.০০ একর জমি অধিগহণ করে স্থলবন্দরের প্রাথমিক কাজ শুরু করে। ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণ করতে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত আরো ১০.১৪ একর জমি অধিগ্রহণ করার পরিকল্পনা গ্রহন করে। এই উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ ও বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতি অনুযায়ী পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রতিবেদন তৈরী করার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গণনা করার জন্য একটি টীম গঠণ করা হয়েছিল। পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী টীম গত ১৫ই জুন ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে তাদের কার্যক্রম শুরু করে।

প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণের ফলে মোট ৫২ টি পরিবার এবং ৫ টি ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক স্থাপনার উপর প্রভাব পড়বে। এই পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, মোট ৪৯,৫৭৫ বর্গফুট স্থাপনা এবং ১,২৯৬ টি বিভিন্ন বৈচিত্র্যের ও আকারের গাছের উপরে প্রভাব পড়ছে। এছাড়াও আরো ৫ জন ক্ষুদ্র দোকান পরিচালনাকারীর উপরও প্রভাব পড়বে। প্রস্তাবিত জমির মধ্যে ২ টি নারী প্রধান পরিবার বসবাস করে, যাদেরকে দুর্বল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ২৬ টি পরিবার উপজাতীয়। এই উপজাতীয় পরিবার গুলি এই এলাকাতে কয়েক প্রজন্ম ধরে বসবাস করে আসছে এবং জমির উপর তাদের প্রথাগত অধিকার রয়েছে। স্থানীয় হেডম্যান এখনও এই সব জমির স্থানীয় তত্ত্বাবধায়ক যার মাধ্যমে অথবা তার অনুমোদন সাপেক্ষে এই এলাকার জমি স্থানীয় ভূমি অফিসে নিবন্ধিত হয়। যেহেতু এই ধরণের অনুমোদন প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তাই এই এলাকার লোকজন স্থানীয় সরকারী সীলমোহর দেওয়া কাগজ (স্ট্যাম্প পেপার) দ্বারা জমি হেডম্যানের উপস্থিতিতে হস্তান্তর করে থাকে যাকে বলা হয় "হাত দলিল"। এই দলিলকে পরবর্তীতে জমি হস্তান্তর করার সময় বৈধ নথিপত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উল্লেখিত ৫২ টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ১৭ টি পরিবার বা জমির মালিকদের কাছে এই হাত দলিল ছাড়া অন্য কোন বৈধ নথিপত্র নেই। তাদের মধ্যে ৬ জন উপজাতীয় এবং বাকী ১১ জন বাঙ্গালী।

গত ১৫ জুন, ২০২৩ তারিখে বেলা ১১.০০ মিনিটে রামগড় স্থল বন্দরের সদ্য নির্মিত ইমিগ্রেশন ভবনে খোলামেলা মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় অতীতের জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা ও প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণের ফলে পুনর্বাসন বা বাসস্থান স্থানান্তর হওয়ার ব্যাপারে মতামত আদান প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতি ৪.১০ অনুযায়ী পূর্বেই নোটিশ দিয়ে অবগত করে খোলামেলা মুক্ত আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকারী দল প্রস্তাবিত সংশোধিত মাস্টার প্লান (লেআউট প্লান) সকলের সামনে প্রদর্শন করেন, জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবিত জায়গার সীমানা প্রদর্শন এবং আরও কয়েকটি বিষয়ে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আলোচনা করা হয়।

জমি অধিগ্রহণের ফলে জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ ক্ষতিপূরণ আইনের (সিসিএল) অধীনে ২০০% অতিরিক্ত অধিহার (প্রিমিয়াম) যোগ করে ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। জমির শ্রেনী বিভাগ অনুসারে বাজার দরের তুলনায় অপ্রতুল মুল্যের ক্ষেত্রে বসতভিটা শ্রেনীভুক্ত জমির জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রস্তাব করা হয়েছে যা টপ-আপ হিসেবে অভিহিত। ক্ষতিগ্রস্ত গাছ ও অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ বর্তমান বাজারদরের (সিএমপি) সাথে ১০০% অতিরিক্ত অধিহার যোগ করে নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরোক্ত বিবেচনায় পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (র‍্যাপ) এর সর্বমোট প্রাক্কলিত বাজেট ৪৬৯.২৯ মিলিয়ন টাকা। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য জীবিকা সহায়তা, উপজাতীয় পরিবারগুলোর জন্য বিশেষ ভাতা, উপজাতীয় নারী-প্রধান পরিবারের জন্য দুর্বল গোষ্ঠী হিসেবে অতিরিক্ত বিশেষ ভাতা, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সদস্য বিশিষ্ট পরিবার এবং বরগাদারদের জন্য নির্দিষ্ট ভাতা ইত্যাদি এই ক্ষতিপুরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে।